জ্ঞানধারা

পরিবেশ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকথা ১

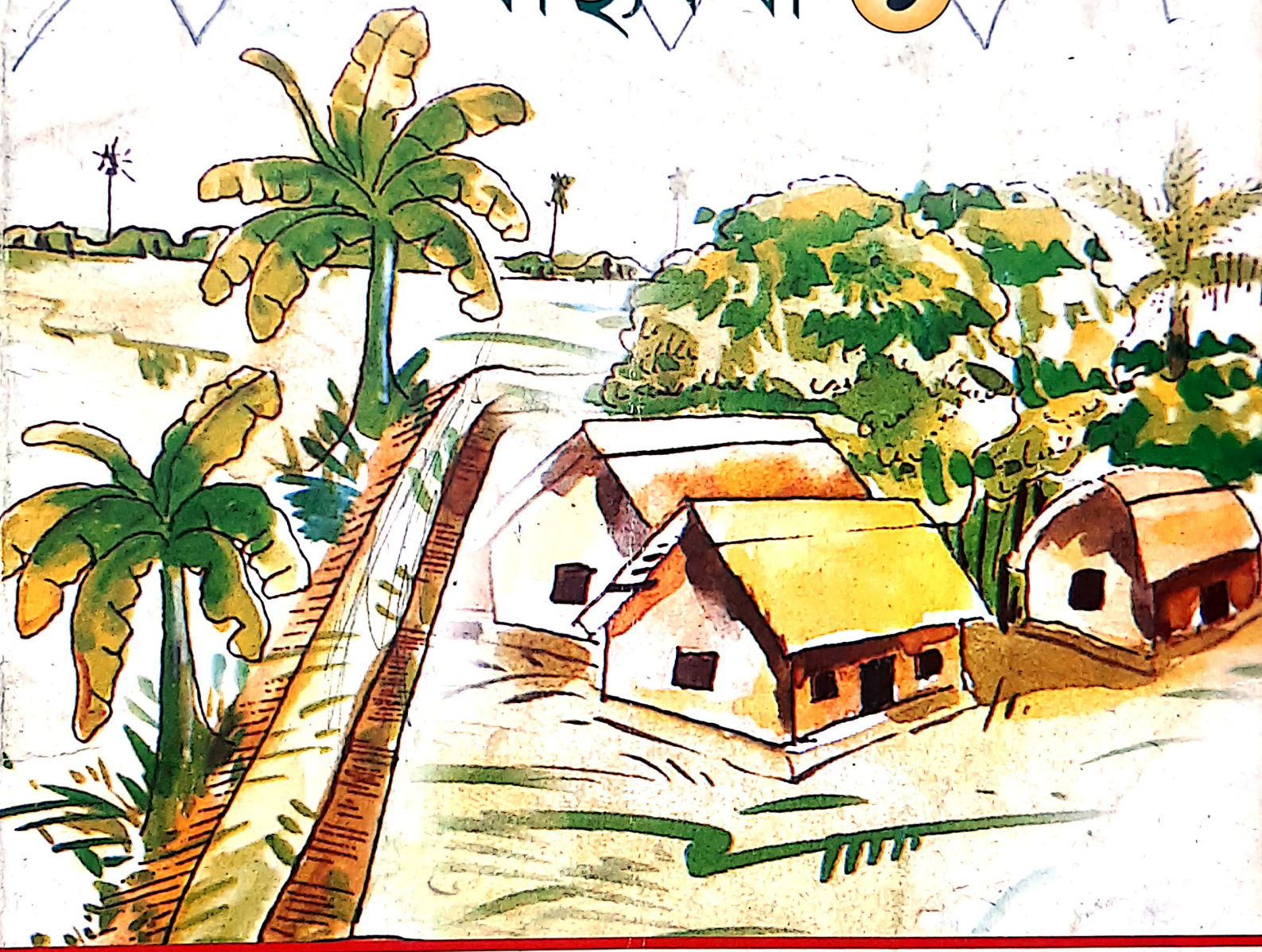

বিদ্যাধারা প্রকাশনী

অধ্যায়-১

বাংলাদেশ নিয়ে লেখা

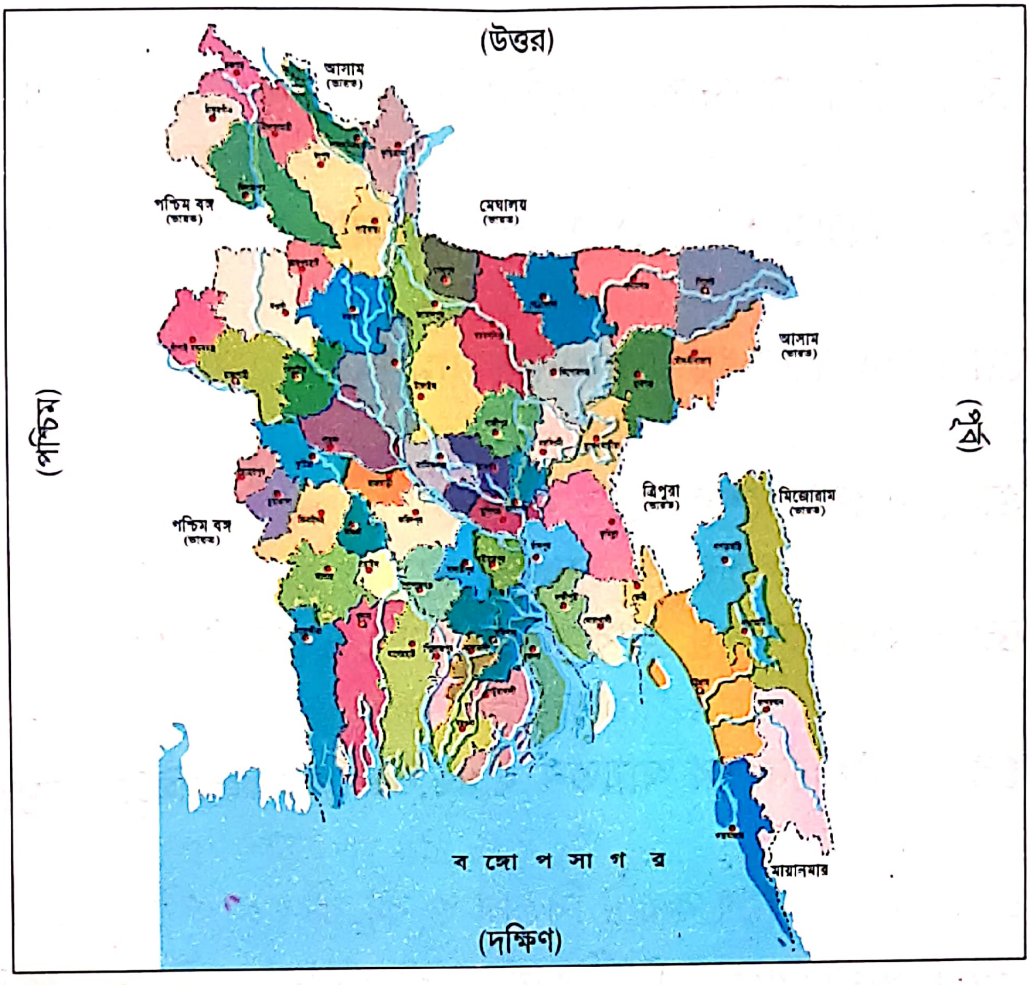

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা হয়। বাংলাদেশের আয়তন ২,৪৬,০৩৭ বর্গকিলোমিটার (সমুদ্র সীমাসহ)।

আমাদের দেশে প্রায় ১৬ কোটি লোক বাস করে। বাংলাদেশে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৫২১টি উপজেলা আছে। বাংলাদেশে ধান, পাট, চা, গম, আলু, ইক্ষু, তামাক, কলা প্রভৃতি ফসল জন্মে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি। বাংলাদেশে দুটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে। যথা : চট্টগ্রাম ও মংলা। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় মাছ ইলিশ, জাতীয় ফল কাঁঠাল, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার, জাতীয় পাখি দোয়েল এবং জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : আমাদের দেশের সাংবিধানিক নাম কী?
উত্তর : আমাদের দেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।

২। প্রশ্ন : বাংলাদেশ কতো সালে, কোন তারিখে স্বাধীন হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হয়।

৩। প্রশ্ন : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা।

৪। প্রশ্ন : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা কী?
উত্তর : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

৫। প্রশ্ন : বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কতো?
উত্তর : বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি।

৬। প্রশ্ন : বাংলাদেশের আয়তন কতো?
উত্তর : বাংলাদেশের আয়তন ২,৪৬,০৩৭ বর্গকিলোমিটার (সমুদ্র সীমাসহ)

৭। প্রশ্ন : বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ ও কী কী?
উত্তর : বাংলাদেশে ৮টি বিভাগ। যথা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

৮। প্রশ্ন : বাংলাদেশে কয়টি জেলা আছে?
উত্তর : বাংলাদেশে জেলা ৬৪টি।

৯। প্রশ্ন : বাংলাদেশে কয়টি উপজেলা আছে?
উত্তর : বাংলাদেশে উপজেলা ৫২১টি।

১০। প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফসল কী কী।
উত্তর : ধান, পাট, চা, গম, আলু, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদি।

১১। প্রশ্ন : বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর কয়টি ও কী কী?
উত্তর : বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর দুটি। যথা : (১) চট্টগ্রাম ও (২) মংলা।

১২। প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম কী কী।
উত্তর : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি।

পাঠ পরীক্ষা

১। আমাদের দেশের সাংবিধানিক নাম কী?

২। বাংলাদেশের আয়তন কতো?

৩। বাংলাদেশে বিভাগ কয়টি ও কী কী?

৪। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কতো?

৫। বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর কয়টি ও কী কী?

৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) আমাদের দেশের নাম—

(ক) ঢাকা (খ) বাংলাদেশ (গ) ভারত (ঘ) পাকিস্তান

(ii) বাংলাদেশের রাজধানীর নাম—

(ক) চট্টগ্রাম (খ) রাজশাহী (গ) ঢাকা (ঘ) খুলনা

(iii) বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর—

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

(iv) বাংলাদেশে জেলা—

(ক) ৬২টি (খ) ৬৩টি (গ) ৬৪টি (ঘ) ৬৫টি

(v) বাংলাদেশে উপজেলা —

(ক) ৪৭০টি (খ) ৪৭৫টি (গ) ৪৯০টি (ঘ) ৫২১টি

উত্তরমালা-৬

(i) (খ) বাংলাদেশ
(ii) (গ) ঢাকা
(iii) (ক) ২টি
(iv) (গ) ৬৪টি
(v) (ঘ) ৫২১টি

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বাংলাদেশ স্বাধীন হয় — সালে।

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা — ।

(গ) —বাংলাদেশের রাজধানী।

(ঘ) বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের নাম — ও — ।

(ঙ) বাংলাদেশে জেলা —টি।

উত্তরমালা-৭

(ক) ১৯৭১ সালে
(খ) বাংলা
(গ) ঢাকা
(ঘ) চট্টগ্রাম, মংলা
(ঙ) ৬৪টি

অধ্যায়-২

জাতীয় সংগীত নিয়ে লেখা

প্রতিটি দেশেরই একটি নিজস্ব জাতীয় সংগীত থাকে। বাংলাদেশেরও নিজস্ব একটি জাতীয় সংগীত আছে। আমাদের জাতীয় সংগীতের নাম 'আমার সোনার বাংলা'। আমাদের জাতীয় সংগীত লিখেছেন নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা' কবিতা থেকে প্রথম দশ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে এর প্রতি সম্মান দেখাতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে কবিতাটি ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ গৃহীত হয়।

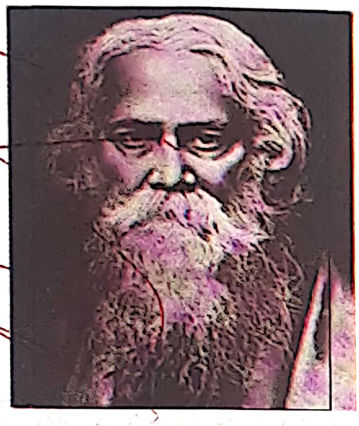

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। প্রশ্ন : জাতীয় সংগীতের জন্য কবিতার কয় লাইন গাইতে হয়?
উত্তর : জাতীয় সংগীতের জন্য কবিতার প্রথম দশ লাইন গাইতে হয়।

৩। প্রশ্ন : জাতীয় সংগীত কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতবিতান'–এর স্বদেশ নামক' রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন : জাতীয় সংগীতকে আমরা কীভাবে সম্মান দেখাবো?
উত্তর : জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় আমরা চুপ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবো।

পাঠ পরীক্ষা

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?
২। জাতীয় সংগীতকে আমরা কীভাবে সম্মান দেখাবো?
৩। জাতীয় সংগীত কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :
(i) জাতীয় সংগীত কয় লাইন গাইতে হয়?
(ক) দশ লাইন (খ) আট লাইন
(গ) বার লাইন (ঘ) পনের লাইন
(ii) জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?
(ক) জসীমউদ্‌দীন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উত্তরমালা-৪
(i) (ক) দশ লাইন
(ii) (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) জাতীয় সংগীত — লাইন গাইতে হয়।
(খ) বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত লিখেছেন— ।

উত্তরমালা-৫
(ক) প্রথম দশ
(খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যায়-৩

জাতীয় পতাকা নিয়ে লেখা

জাতীর কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহনকারী প্রতীককে জাতীয় পতাকা বলে। বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন দেশেরই একটি নিজস্ব জাতীয় পতাকা থাকে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আমাদের দেশেরও একটি জাতীয় পতাকা রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং গাঢ় সবুজের মাঝে উজ্জ্বল লাল বৃত্ত। পতাকা উঠানো এবং নামানোর সময় নীরবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এটাকে সম্মান দেখাতে হয়। নড়াচড়া করলে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করা হয়। প্রকৃতির সবুজ রঙ-এর মাঝে নব সূর্যরূপে লাল বৃত্তটি মিশিয়ে জাতীয় পতাকা আঁকা হয়েছে।

জাতীয় পতাকা

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : আমাদের জাতীয় পতাকার রং কয়টি ও কী কী?
উত্তর : আমাদের জাতীয় পতাকার রং দুটি। গাঢ় সবুজের মাঝে উজ্জ্বল লাল বৃত্ত।

২। প্রশ্ন : জাতীয় পতাকা কিসের প্রতীক?
উত্তর : জাতীয় পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক।

৩। প্রশ্ন : জাতীয় পতাকা কী?
উত্তর : জাতীয় পতাকা হলো কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের পরিচয় বহনকারী প্রতীক।

৪। প্রশ্ন : আমাদের জাতীয় পতাকার মাপ কী?
উত্তর : জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ ঃ ৬। এর মাঝের লাল বৃত্তটি দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধ হবে।

৫। প্রশ্ন : জাতীয় পতাকার গঠন কীরূপ?
উত্তর : জাতীয় পতাকার গঠন আয়তাকার।

অধ্যায়-৪ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক নিয়ে লেখা

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে পানিতে ভাসমান শাপলা ফুলের দুইপাশে দুটি ধানের শীষ, এর মাথায় পাট গাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পাতা আর উভয় পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা।

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশের জাতীয়তা বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)।

জাতীয় প্রতীক

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১।প্রশ্ন : বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক কী?
উত্তর : পানিতে ভাসমান শাপলা ফুলের দু'পাশে ধানের শীষ এর মাথায় পাট গাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পাতা উভয় পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা।

২।প্রশ্ন : বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম শাপলা।

৩।প্রশ্ন : বাংলাদেশের জাতীয় ফলের নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় ফলের নাম কাঁঠাল।

পাঠ পরীক্ষা

১। জাতীয় পতাকা কী?
২। জাতীয় পতাকা কিসের প্রতীক?
৩। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :
(i) জাতীয় পতাকার রং কী কী?
(ক) সবুজ ও লাল (খ) লাল ও কালো (গ) হলুদ ও সাদা (ঘ) সবুজ ও হলুদ
(ii) জাতীয় পতাকার গঠন কীরূপ?
(ক) ত্রিভুজ (খ) বর্গাকার (গ) বৃত্ত (ঘ) আয়তাকার
(iii) জাতীয় প্রতীকে মোট কয়টি তারকা বা তাঁরা আছে?
(ক) দুটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি
৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) জাতীয় পতাকার গঠণ — ।
(খ) জাতীয় প্রতীকে — গাছের পাতা আছে।
(গ) বাংলাদেশের জাতীয়তা — (জন্মসূত্রে)।

উত্তরমালা-৪
(i) (ক) সবুজ ও লাল
(ii) (ঘ) আয়তাকার
(iii) (গ) চারটি

উত্তরমালা-৫
(ক) আয়তাকার
(খ) পাট
(গ) বাংলাদেশী

অধ্যায়-৫

আমাদের পরিবেশ নিয়ে লেখা

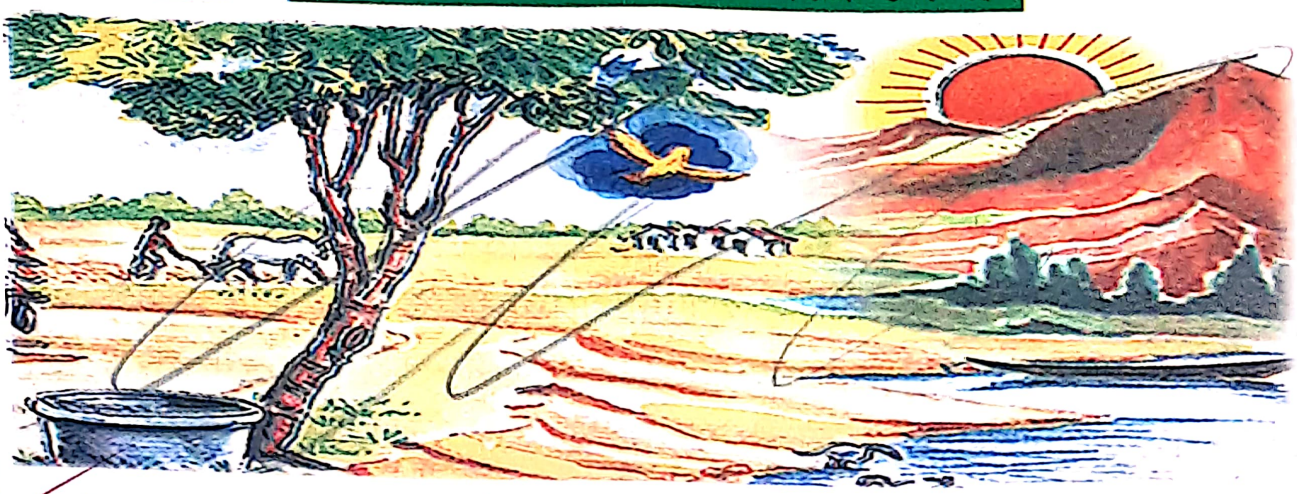

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। আমাদের গৃহের চারপাশে রয়েছে গাছ-পালা, পশু-পাখি, খাল-বিল, আলো-বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি। এগুলো পরিবেশের উপাদান। পরিবেশ তিন প্রকার। যথা : (১) পারিবারিক পরিবেশ, (২) সামাজিক পরিবেশ ও (৩) প্রাকৃতিক পরিবেশ।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। যেমন : ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, পশু-পাখি, খাল-বিল, আলো-বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : পরিবেশ কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : পরিবেশ তিন প্রকার। যথা : (১) পারিবারিক পরিবেশ, (২) সামাজিক পরিবেশ এবং (৩) প্রাকৃতিক পরিবেশ।

৩। প্রশ্ন : পারিবারিক পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ও আপনজন নিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে, তাকে পারিবারিক পরিবেশ বলে।

৪। প্রশ্ন : সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : সমাজের লোকজন, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয়, তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

20-023

৫। প্রশ্ন : প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : পশু–পাখি, গাছ–পালা, খাল–বিল, নদী–নালা, পাহাড়–পর্বত, চন্দ্র–সূর্য ইত্যাদি নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত হয়, তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

পাঠ পরীক্ষা

১। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) পরিবেশ কাকে বলে?
(খ) পরিবেশ কয় প্রকার ও কী কী?
(গ) পারিবারিক পরিবেশ কাকে বলে?
(ঘ) সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে?
(ঙ) প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তরমালা-২

(ক) তিন প্রকার
(খ) চন্দ্র-সূর্য

২। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও:

(ক) পরিবেশ কয় প্রকার–দুই প্রকার/তিন প্রকার/চার প্রকার/পাঁচ প্রকার।
(খ) কোনটি প্রাকৃতিক পরিবেশ–ঘর-বাড়ি/স্কুল-কলেজ/চন্দ্র-সূর্য/রাস্তা–ঘাট।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) পরিবেশ—প্রকার।
(খ) ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ—পরিবেশ।
(গ) পশু-পাখি, গাছ-পালা, খাল-বিল—পরিবেশ।
(ঘ) আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের —।

উত্তরমালা-৩

(ক) তিন
(খ) সামাজিক
(গ) প্রাকৃতিক
(ঘ) পরিবেশ

৪। সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:

(ক) পরিবেশ দুই প্রকার।
(খ) দাদা–দাদি আপনজন পারিবারিক পরিবেশের অন্তর্গত।
(গ) সমাজের লোকজন নিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশ।
(ঘ) আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের পরিবার।

উত্তরমালা-৪

(ক) মিথ্যা
(খ) সত্য
(গ) সত্য
(ঘ) মিথ্যা

অধ্যায়-৬

বসতবাড়ি নিয়ে লেখা

মানুষ সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতে চায়। মানুষ যে বাড়িতে বসবাস করে তাকে বসতবাড়ি বলে। বসতবাড়িতে এক বা একাধিক ঘর থাকে। বাড়ি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা : (১) পাকা বাড়ি, (২) আধাপাকা বাড়ি ও (৩) কাঁচা বাড়ি।

১। পাকা বাড়ি : ইট, সিমেন্ট, বালি, রড ইত্যাদি দিয়ে পাকা ছাদ বিশিষ্ট যে বাড়ি তৈরী করা হয় তাকে পাকা বাড়ি বলে।

২। আধাপাকা বাড়ি : যেসব বাড়ির দেয়ালগুলো ইটের এবং ছাউনিগুলো টিন দিয়ে তৈরী তাকে আধাপাকা বাড়ি বলে।

৩। কাঁচা বাড়ি : মাটি, খড়, কাঠ, বাঁশ, টিন ইত্যাদি দিয়ে যে বাড়ি তৈরি করা হয় তাকে কাঁচা বাড়ি, বলে। বাড়ি-ঘর আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান। বাড়ি-ঘর উঁচু জমিতে তৈরী করতে হয়। রোদ-বৃষ্টি ও বিভিন্ন বিপদ থেকে ঘর-বাড়ি আমাদের নিরাপদে রাখে।

পাকা বাড়ি

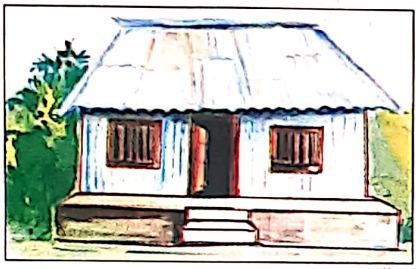

আধাপাকা বাড়ি

কাঁচা বাড়ি

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : বসতবাড়ি কাকে বলে?
উত্তর : মানুষ যে বাড়িতে বসবাস করে তাকে বসতবাড়ি বলে।

২। প্রশ্ন : বসতবাড়ি সাধারণত কয় ধরণের হয়ে থাকে ও কী কী?
উত্তর : বসতবাড়ি সাধারণত তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা: ১। পাকা বাড়ি, ২। আধাপাকা বাড়ি ও ৩। কাঁচা বাড়ি।

৩। প্রশ্ন : পাকা বাড়ি কাকে বলে?
উত্তর : ইট, সিমেন্ট, রড, বালি দিয়ে যে বাড়ি তৈরী করা হয় তাকে পাকা বাড়ি বলে।

৪। প্রশ্ন : কাঁচা বাড়ি কাকে বলে?
উত্তর : চারদিকে মাটির দেয়াল উপরে ছন, খড়, পাতা বা টিন দিয়ে ছাওয়া থাকে তাকে কাঁচা বাড়ি বলে।

৫। প্রশ্ন : আধাপাকা বাড়ি কাকে বলে?
উত্তর : চারদিকে ইটের দেয়াল উপরে টিন দিয়ে ছাওয়া থাকে তাকে আধাপাকা বাড়ি বলে।

অধ্যায়-৭

আপন-জনদের নিয়ে লেখা

আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলকে নিয়ে যেখানে বাস করি তারই নাম পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের প্রধান হলেন বাবা। আর মা হলেন পরিবারের প্রাণ। যে পরিবারে বাবা নেই সেই পরিবারে মা অথবা বয়স্ক সদস্য হন পরিবারের প্রধান। পরিবার দুই প্রকার। যথা :

(১) একক পরিবার ও (২) যৌথ পরিবার।

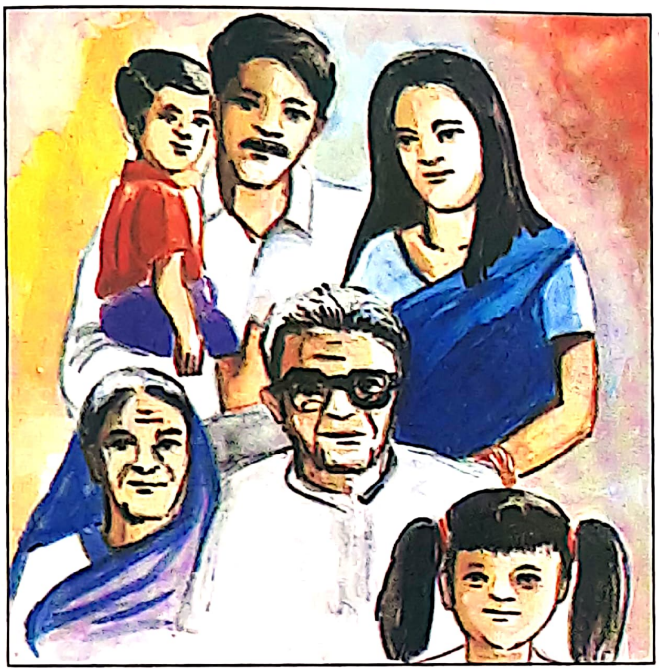

যৌথ পরিবার

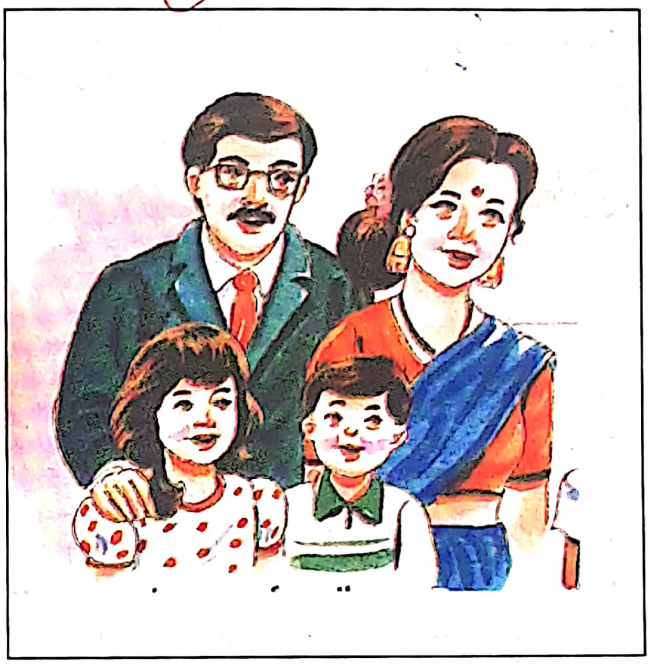

একক পরিবার

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : পরিবার কাকে বলে?
উত্তর : আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলকে নিয়ে যেখানে বাস করি, তাকে পরিবার বলে।

২। প্রশ্ন : পরিবার কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : পরিবার দুই প্রকার। যথা : ১। একক পরিবার ও ২। যৌথ পরিবার।

৩। প্রশ্ন : পরিবারের প্রধান কে?
উত্তর : পরিবারের প্রধান হলেন বাবা। কিন্তু বাবার অবর্তমানে মা অথবা পরিবারের বয়স্ক সদস্য পরিবারের প্রধান হয়ে থাকেন।

৪। প্রশ্ন : মা পরিবারের কে?

উত্তর : মা হলেন পরিবারের প্রাণ।

৫। প্রশ্ন : একক পরিবার কাকে বলে?

উত্তর : মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে যে পরিবার গড়ে ওঠে, তাকে একক পরিবার বলে।

৬। প্রশ্ন : যৌথ পরিবার কাকে বলে?

উত্তর : মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু এদের নিয়ে যে পরিবার গড়ে ওঠে, তাকে যৌথ পরিবার বলে।

পাঠ পরীক্ষা

১. বসতবাড়ি কাকে বলে?

২. বসতবাড়ি সাধারণত কয় ধরণের হয়ে থাকে ও কী কী?

৩. পাকা বাড়ি কাকে বলে?

৪. পরিবার কাকে বলে?

৫. পরিবার কয় প্রকার ও কী কী?

৬. যৌথ পরিবার কাকে বলে?

৭. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(১) বাড়ি সাধারণত– তিন/ চার/ পাঁচ প্রকার।

(২) পরিবারের প্রধান হলেন– বাবা/ মা/ নানা।

(৩) পরিবারের প্রাণ হলেন– মা/ নানি/ দাদি।

উত্তরমালা-৭

(i) তিন
(ii) বাবা
(iii) মা

৮. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) খড়/শন দিয়ে তৈরি হয় — বাড়ি।

(খ) বাবা না থাকলে পরিবারের প্রধান হন — ।

(গ) বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয় — পরিবার।

(ঘ) ইটের দেয়াল ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরী হয় — বাড়ি।

উত্তরমালা-৮

(ক) কাঁচা (খ) মা
(গ) একক (ঘ) আধাপাকা

16-08 2nd

অধ্যায়-৮

জীব ও জড় পদার্থ নিয়ে লেখা

জীব : যাদের জীবন আছে, তাদেরকে জীব বলা হয়। জীব ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়। জীব বেঁচে থাকার জন্য খাবার খায়। জীব বংশ বৃদ্ধি করে এবং জীবের মৃত্যু হয়। যেমন : মানুষ, পশু-পাখি, গাছ, মাছ ইত্যাদি। জীব দুই প্রকার- উদ্ভিদ ও প্রাণী।

জড় : যাদের জীবন নেই, তাদেরকে জড় পদার্থ বলে। জড় পদার্থ চলাফেরা করতে পারে না। জড় পদার্থের মৃত্যু নেই। যেমন : চেয়ার, টেবিল, কাঠ, কলম, বই, খাতা, পাথর ইত্যাদি।

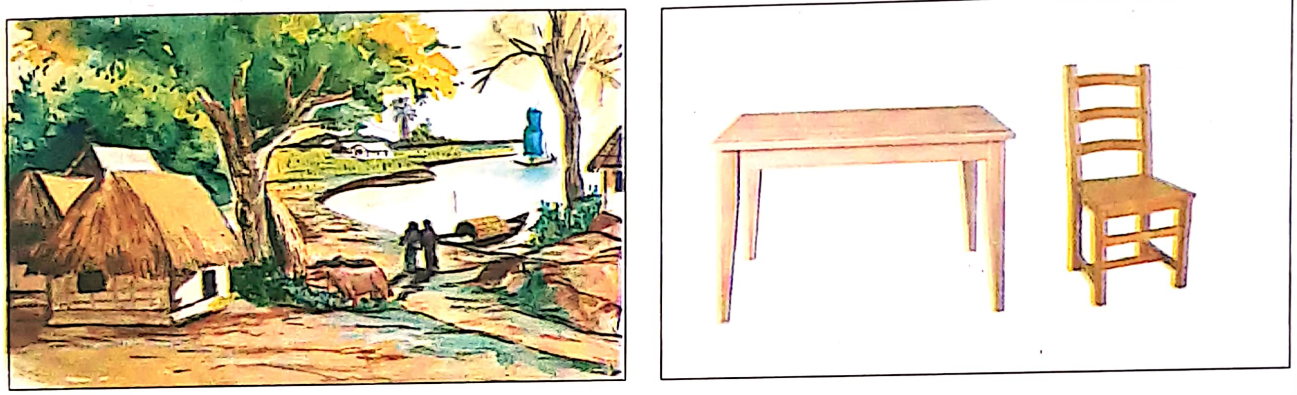

জীব ও জড়পদার্থের ছবি

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : জীব কাকে বলে?
উত্তর : যাদের জীবন আছে, তাদেরকে জীব বলে। যেমন : মানুষ, গরু, ছাগল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : জীবের বৈশিষ্ট্য কী কী?
উত্তর : জীবের জীবন আছে, বেঁচে থাকার জন্য খাবার খায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং জীবের মৃত্যু হয়।

৩। প্রশ্ন : জীব কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : জীব দুই প্রকার। যথা: উদ্ভিদ ও প্রাণী।

৪। প্রশ্ন : জড় পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যাদের জীবন নেই, তাদেরকে জড় পদার্থ বলে। যেমন : বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

17-05

অধ্যায়-৯

প্রাণী নিয়ে লেখা

প্রাণী : যাদের জীবন আছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তাদেরকে প্রাণী বলে। যেমন : মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বিড়াল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

প্রাণী দুই প্রকার। যথা : মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

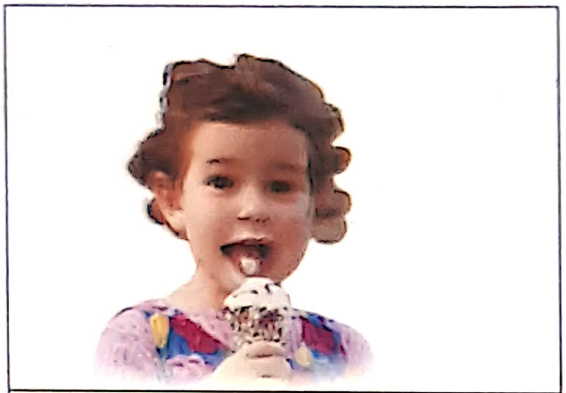

মেরুদণ্ডী প্রাণী

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর : যাদের জীবন আছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তাদেরকে প্রাণী বলে। যেমন : মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : প্রাণী কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : প্রাণী দুই প্রকার। যথা : (১) মেরুদণ্ডী প্রাণী ও (২) অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

৩। প্রশ্ন : মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর : যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে তাদেরকে মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন : মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন : অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর : যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই তাদেরকে অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন : কেঁচো, চিংড়ি, শামুক।

৫। প্রশ্ন : কয়েকটি জড় পদার্থের নাম বলো।

উত্তর : চেয়ার, টেবিল, কলম, বই, খাতা, পাথর, আলমারি, ঘর ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন : জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর : জড় পদার্থের জীবন নেই। জড় পদার্থ চলাফেরা করতে পারে না। জড় পদার্থের মৃত্যু নেই।

পাঠ পরীক্ষা

১। জীব কাকে বলে?

২। জড় পদার্থ কাকে বলে?

৩। প্রাণী কাকে বলে? প্রাণী কয় প্রকার ও কী কী?

৪। তিনটি জড় পদার্থের নাম লেখো?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) যাদের জীবন আছে তাদেরকে —— বলে।

(খ) যাদের জীবন নেই তাদেরকে —— বলে।

(গ) জীবের —— হয়।

(ঘ) জড় পদার্থের —— নেই।

(ঙ) জীব বেঁচে থাকার জন্য —— খায়।

উত্তরমালা-৫

(ক) জীব
(খ) জড়
(গ) মৃত্যু
(ঘ) মৃত্যু
(ঙ) খাবার

৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) নিচের কোনটি জীব?

(ক) চেয়ার (খ) মানুষ (গ) কলম (ঘ) কাগজ

(ii) নিচের কোনটি জড় পদার্থ?

(ক) জীব–জন্তু (খ) গাছ–পালা

(গ) মাছ (ঘ) টেবিল

(iii) প্রাণী কয় প্রকার?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার

(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

(iv) কোনটি মেরুদণ্ডী প্রাণী?

(ক) মানুষ (খ) শামুক (গ) চেয়ার (ঘ) চিংড়ি

(v) কোনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী?

(ক) গাছ (খ) মানুষ (গ) কেঁচো (ঘ) সিংহ

উত্তরমালা-৬

(i) (খ) মানুষ
(ii) (ঘ) টেবিল
(iii) (ক) দুই প্রকার
(iv) (ক) মানুষ
(v) (গ) কেঁচো

21-05

অধ্যায়-১০

উদ্ভিদ নিয়ে লেখা

যাদের জীবন আছে, মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে অথচ চলাফেরা করতে পারে না, তাদেরকে উদ্ভিদ বলে। যেমন : শৈবাল, ছত্রাক, গাছ–পালা ইত্যাদি। উদ্ভিদের পাঁচটি অংশ। যেমন : মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : উদ্ভিদ কাকে বলে?
উত্তর : যাদের জীবন আছে, যা মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে অথচ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে না, তাদেরকে উদ্ভিদ বলে। যেমন : গাছ–পালা, ছত্রাক, শৈবাল ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : গাছের কয়টি অংশ ও কী কী?
উত্তর : গাছের পাঁচটি অংশ। যথা : (১) মূল, (২) কাণ্ড, (৩) পাতা, (৪) ফুল ও (৫) ফল।

22-05 H.W.

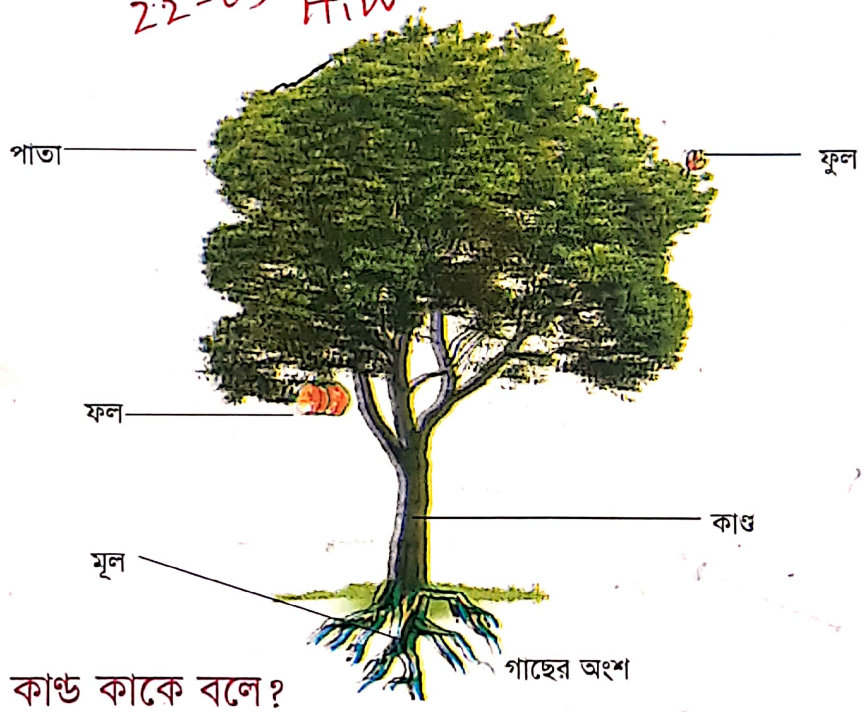

৩। প্রশ্ন : কাণ্ড কাকে বলে?
উত্তর : মাটির উপরে গাছের অংশকে কাণ্ড বলে।

৪। প্রশ্ন : মূলের কাজ কী?
উত্তর : মূল গাছকে মাটির সাথে আটকে রাখে। মূলের সাহায্যে গাছ খাদ্যরস আহরণ করে।

৫। প্রশ্ন : কোথা হতে গাছের উৎপত্তি হয়?
উত্তর : বীজ হতে গাছের উৎপত্তি হয়।

৬। প্রশ্ন : গাছ হতে আমরা কী কী পাই?
উত্তর : গাছ হতে আমরা ফুল, ফল, অক্সিজেন ও কাঠ পাই।

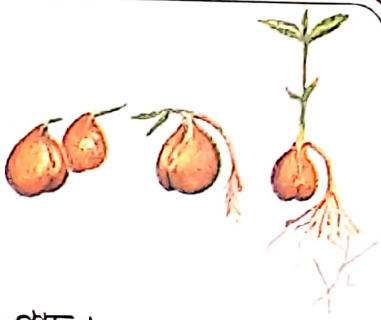

৭। প্রশ্ন : তিনটি বড় গাছের নাম বলো।
উত্তর : (১) বট গাছ, (২) রেইন্ট্রি গাছ এবং (৩) তেঁতুল গাছ।

পাঠ পরীক্ষা

১। মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২। অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৩। উদ্ভিদ কাকে বলে?
৪। গাছের কয়টি অংশ ও কী কী?
৫। কাণ্ড কাকে বলে?
৬। গাছ হতে আমরা কী কী পাই?

৭। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) গাছের কয়টি অংশ?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

(ii) কী হতে গাছের উৎপত্তি হয়?
(ক) ফুল (খ) ফল
(গ) বীজ (ঘ) পাতা

(iii) কী গাছকে মাটির সাথে আটকে রাখে?
(ক) কাণ্ড (খ) পাতা
(গ) মূল (ঘ) মাটি

উত্তরমালা-৭
(i) (গ) ৫টি
(ii) (গ) বীজ
(iii) (গ) মূল

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) —হতে গাছের উৎপত্তি হয়।
(খ) যারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না, তাদেরকে—বলে।
(গ) মাটির উপরে গাছের অংশকে—বলে।
(ঘ) মূল গাছকে মাটির সাথে—রাখে।
(ঙ) আমরা ফুল ফল পাই—হতে।

উত্তরমালা-৮
(ক) বীজ (খ) উদ্ভিদ
(গ) কাণ্ড (ঘ) আটকে
(ঙ) গাছ

অধ্যায়-১১

ফুল ও ফল নিয়ে লেখা

ফুল সবারই প্রিয়। ফুল আমাদের সকলের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। আমাদের দেশে শীতকালে সবচেয়ে বেশি ফুল ফোটে। এ সময় গোলাপ, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, গাঁদা প্রভৃতি ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকালে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, গন্ধরাজ, বকুল, বেলী, করবী প্রভৃতি ফুল। বর্ষাকালে কদম, কেয়া, কামিনী, শাপলা, জুই ইত্যাদি ফুল ফোটে। শিউলী ফুল ফোটে শরৎকালে। হেমন্তকালে ফোটে পদ্ম, কাশফুল, কামিনী ইত্যাদি। বসন্তকালে ফোটে পলাশ, শিমুল প্রভৃতি ফুল।

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। গোলাপ হলো ফুলের রানী। শাপলা পানিতে ফোটে। শাপলার রং সাদা অথবা লাল।

ফুলের দেশ, ফলের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়– আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি। বর্ষাকালে পাওয়া যায়– আনারস, পেয়ারা, কামরাঙা, আমড়া ইত্যাদি। শরৎকালের ফল– তাল, জাম্বুরা, নারিকেল, কদবেল ইত্যাদি। শীতকালের ফল– কুল, কমলা, জলপাই ইত্যাদি। বসন্তের ফল– তরমুজ, আতা, বেল ইত্যাদি। কলা, পেঁপে, ডাব, লেবু, ডালিম ইত্যাদি ফল সব ঋতুতেই পাওয়া যায়। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

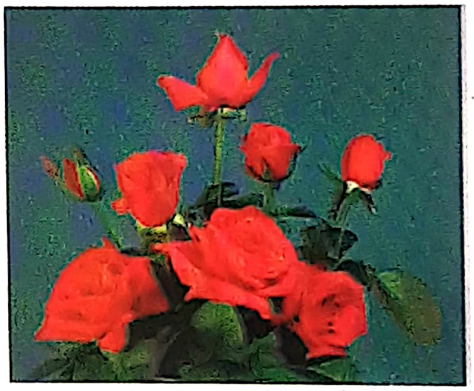

১। প্রশ্ন : আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কী?
উত্তর : আমাদের জাতীয় ফুলের নাম শাপলা।

২। প্রশ্ন : কোন ফুলকে ফুলের রানী বলা হয়?
উত্তর : গোলাপ ফুলকে ফুলের রানী বলা হয়।

৩। প্রশ্ন : আমাদের জাতীয় ফলের নাম কী?
উত্তর : আমাদের জাতীয় ফলের নাম কাঁঠাল।

৪। প্রশ্ন : সব ঋতুতে পাওয়া যায় এমন তিনটি ফলের নাম লেখো?
উত্তর : কলা, পেঁপে, লেবু সব ঋতুতেই পাওয়া যায়।

পাঠ পরীক্ষা

(১) আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কী?
(২) কোন ফুলকে ফুলের রানী বলা হয়?
(৩) শীতকালে ফোটে এমন তিনটি ফুলের নাম লেখো।
(৪) আমাদের জাতীয় ফলের নাম কী?
(৫) গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় এমন তিনটি ফলের নাম লেখো।
(৬) সব ঋতুতে পাওয়া যায় এমন তিনটি ফলের নাম লেখো।

29-05

অধ্যায়-১২

পশু, পাখি নিয়ে লেখা

যেসব প্রাণীর চারটি পা আছে, শরীরে লোম আছে, বাচ্চা প্রসব করে তাদেরকে পশু বলে। যেমন : গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি। আমাদের দেশে নানা ধরনের পশু আছে। এসব পশুদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : ১। গৃহপালিত পশু এবং ২। বন্য পশু।

গৃহপালিত পশু : যেসব পশু আমরা বাড়িতে পুষে থাকি তাদেরকে গৃহপালিত পশু বলে। যেমন : গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি।

বন্য পশু : যেসব পশু বনে বাস করে তাদেরকে বন্য পশু বলে। যেমন : বাঘ, সিংহ, হরিণ, হাতি, বানর, শেয়াল ইত্যাদি। আমাদের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সিংহ হলো পশুর রাজা। হাতি সবচেয়ে বড় স্থলচর পশু।

পাখির ডাকে বাংলাদেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। এ দেশের বন-জঙ্গলে, খালে-বিলে নানা রকম পাখি দেখা যায়। এর মধ্যে দোয়েল, কবুতর, ময়না টিয়া, কাক, কোকিল, ময়ুর, শালিক, ঈগল, বাবুই, মাছরাঙা ইত্যাদি অতি পরিচিত পাখি। বাস করার দিক থেকে পাখিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– ১। গৃহপালিত পাখি এবং ২। বন্য পাখি।

১। গৃহপালিত পাখি : যেসব পাখি আমরা গৃহে বা বাড়িতে পুষে থাকি সেগুলোকে গৃহপালিত পাখি বলে। যেমন : হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি।

২। বন্য পাখি : যেসব পাখি বনে-জঙ্গলে বাস করে তাদেরকে বন্য পাখি বলে। যেমন: কাক, চিল, কোকিল, শালিক ইত্যাদি। আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল। পাখির রাজা ঈগল। সবচেয়ে বড় পাখি উটপাখি। সবচেয়ে ছোট পাখি হামিংবার্ড।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

31-05

১। প্রশ্ন : পশু কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : যে সব প্রাণীর চারটি পা আছে। শরীরে লোম আছে এবং বাচ্চা প্রসব করে তাদেরকে পশু বলে। যেমন : বাঘ, সিংহ, গরু, হাতি ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : পশু কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর : পশু দুই প্রকার। যথা : ১। গৃহপালিত পশু– গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল এবং ২। বন্য পশু– বাঘ, সিংহ, শিয়াল, বানর ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন : পাখি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : যেসব প্রাণির দুটি পা, উড়তে পারে, ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হয় তাদেরকে পাখি বলে। যেমন : মুরগী, কবুতর, শালিক, দোয়েল ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় স্থলচর পশুর নাম কী?
উত্তর : সবচেয়ে বড় স্থলচর পশুর নাম হাতি।

অধ্যায়-১৩

পদার্থ ও শক্তি নিয়ে লেখা

যার ওজন আছে, যা জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করে, তাকে পদার্থ বলে। যেমন : মাটি, পানি, বায়ু, ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, কাগজ, খাতা, বল ইত্যাদি। পদার্থ তিন প্রকার। যথা : তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থ ও বায়বীয় পদার্থ। শব্দ, আলো ও বিদ্যুৎ পদার্থ নয়। এদের ওজন, আকার ও আয়তন নেই। তবে এগুলো অনুভব করা যায়। এগুলো হলো শক্তি। শক্তির প্রধান উৎস হলো সূর্য।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যার ওজন আছে, যা জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে পদার্থ বলে। যেমন : মাটি, পানি, পাথর, লোহা ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : পদার্থ কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : পদার্থ তিন প্রকার। যথা :
(১) তরল পদার্থ, (২) কঠিন পদার্থ ও (৩) বায়বীয় পদার্থ।

৩। প্রশ্ন : তরল পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যে সকল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন ও ওজন আছে, কিন্তু আকার নেই, তাকে তরল পদার্থ বলে। যেমন : তেল, পানি, দুধ ইত্যাদি।

তেল

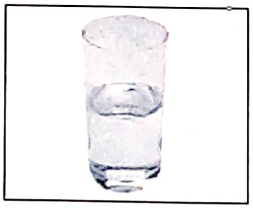
পানি

দুধ

৪। প্রশ্ন : কঠিন পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যে সকল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার এবং ওজন আছে, তাকে কঠিন পদার্থ বলে। যেমন : পাথর, ইট, লোহা ইত্যাদি।

পাথর

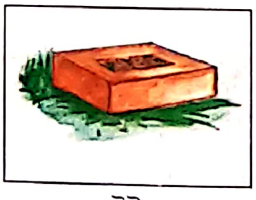
ইট

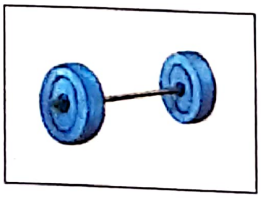
লোহা

৫। প্রশ্ন : শক্তির প্রধান উৎস কী?
উত্তর : শক্তির প্রধান উৎস সূর্য।
৬। প্রশ্ন : কয়েকটি শক্তির নাম বলো।
উত্তর : আলো, বিদ্যুৎ, তাপ ও শব্দ।
৭। প্রশ্ন : বায়বীয় পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যে সকল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার ও আয়তন নেই, কিন্তু ওজন আছে, তাকে বায়বীয় পদার্থ বলে। যেমন : গ্যাস, বাতাস, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

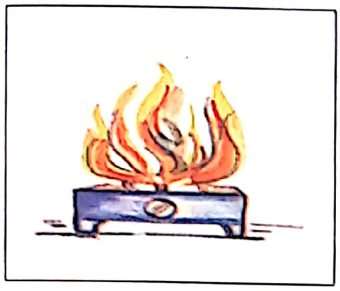

পাঠ পরীক্ষা

১। পদার্থ কাকে বলে?
২। পদার্থ কয় প্রকার ও কী কী?
৩। কঠিন পদার্থ কাকে বলে?
৪। তরল পদার্থ কাকে বলে?
৫। পশু কাকে বলে? কয়েকটি পশুর নাম লেখো।
৬। পাখি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৭। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :
(i) তরল পদার্থ কোনটি?
(ক) পাথর (খ) লোহা (গ) তেল (ঘ) বাতাস
(ii) কঠিন পদার্থ কোনটি?
(ক) পানি (খ) লোহা (গ) দুধ (ঘ) জলীয়বাষ্প
(iii) সবচেয়ে বড় স্থলচর পশুর নাম কি?
(ক) সিংহ (খ) হাতি (গ) বাঘ (ঘ) গরু
(iv) গৃহপালিত পশু কোনটি।
(ক) বাঘ (খ) সিংহ (গ) গরু (ঘ) কোকিল

উত্তরমালা-৭
(i) (গ) তেল
(ii) (খ) লোহা
(iii) (খ) হাতি
(iv) (গ) গরু

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) শক্তির প্রধান উৎস— ।
(খ) পদার্থ — প্রকার।
(গ) নির্দিষ্ট আকার ও ওজন আছে—পদার্থের।

উত্তরমালা-৮
(ক) সূর্য
(খ) তিন
(গ) কঠিন

17-07-

অধ্যায়-১৪

তাপ ও আলো নিয়ে লেখা

তাপ ও আলো এক প্রকার শক্তি। তাপের উৎস সূর্য। তাপ দিয়ে রান্না-বান্না ও কাপড় ইস্ত্রি করা যায় এবং বিভিন্ন জিনিস পোড়ানো যায়। আমরা সূর্য, আগুন, বিদ্যুৎ থেকে আলো পাই। আলো ছাড়া মানুষ, গাছ-পালা, জীব-জন্তু বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদ সূর্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

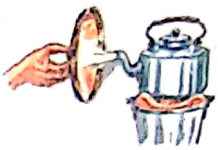

১। প্রশ্ন : তাপের প্রধান উৎস কী?
উত্তর : তাপের প্রধান উৎস সূর্য।

২। প্রশ্ন : তাপ কী?
উত্তর : তাপ এক প্রকার শক্তি।

৩। প্রশ্ন : আলো কী?
উত্তর : আলো এক প্রকার শক্তি।

৪। প্রশ্ন : আলো কী কাজে লাগে?
উত্তর : আলোর সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। আলো ছাড়া মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা বাঁচতে পারে না।

৫। প্রশ্ন : আমরা কোথা থেকে আলো পাই?
উত্তর : আমরা সূর্য, আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে আলো পাই।

৬। প্রশ্ন : উদ্ভিদ কীসের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে?
উত্তর : উদ্ভিদ বা গাছ-পালা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে।

পাঠ পরীক্ষা

১। তাপ কী? ২। তাপের উৎস কী?
৩। আমরা কোথা থেকে আলো পাই? ৪। আলো কী?
৫। উদ্ভিদ কিসের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে?
৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) তাপের প্রধান উৎস হলো—
(ক) চন্দ্র (খ) বাতাস (গ) সূর্য (ঘ) তারকা

(ii) তাপ এক প্রকার—
(ক) কাজ (খ) শক্তি (গ) ক্ষমতা (ঘ) আলো

(iii) গাছ-পালা কীসের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে?
(ক) সূর্যের আলোর সাহায্যে (খ) জলীয় বাষ্পের সাহায্যে
(গ) চন্দ্রের সাহায্যে (ঘ) বাতাসের সাহায্যে

(iv) আলো ছাড়া গাছ-পালা—
(ক) বাঁচতে পারে না (খ) বাঁচতে পারে
(গ) কিছু দিন বাঁচে (ঘ) দীর্ঘ দিন বাঁচে

উত্তরমালা-৬
(i) (গ) সূর্য
(ii) (খ) শক্তি
(iii) (ক) সূর্যের আলোর সাহায্যে
(iv) (ক) বাঁচতে পারে না

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) তাপের প্রধান উৎস— । (খ) আলোর সাহায্যে আমরা — পাই।
(গ) আলো এক প্রকার — । (ঘ) তাপ এক প্রকার— ।

উত্তরমালা-৭
(ক) সূর্য
(খ) দেখতে
(গ) শক্তি
(ঘ) শক্তি

25-07

অধ্যায়-১৫

ভূগোল ও পৃথিবী নিয়ে লেখা

'ভূ' অর্থ পৃথিবী এবং 'গোল' অর্থ গোলাকার অর্থাৎ 'ভূগোল' অর্থ হলো পৃথিবী গোলাকার। ভূগোল পাঠ করলে আমরা গোলাকার পৃথিবীর জলভাগ, স্থলভাগ, বায়ুমণ্ডল ও সৌরজগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। সূর্য ও তার চারপাশে গ্রহ, উপগ্রহ, নিয়ে যে পরিবার, তাকে সৌরজগৎ বলে। সৌরজগতে ১০টি গ্রহ আছে। যথা : বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, ভালকান ও এক্স। প্লুটো একসময় গ্রহের মধ্যে থাকলেও এখন এটি বামনগ্রহ হিসেবে চিহ্নিত।

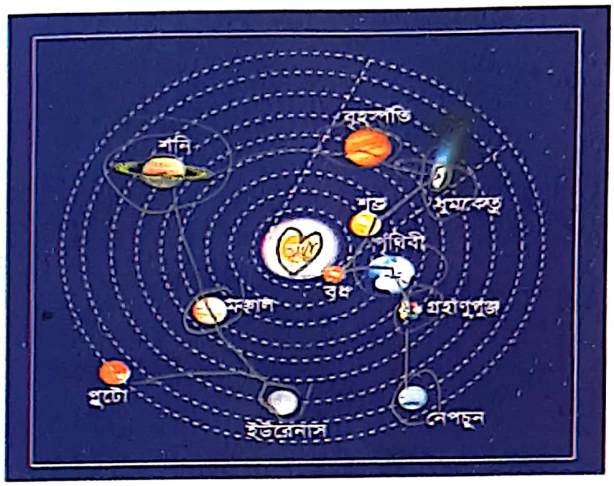

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : ভূগোল কাকে বলে? 26-7

উত্তর : যে বই পাঠ করলে পৃথিবীর জলভাগ, স্থলভাগ, বায়ুমণ্ডল ও সৌরজগৎ সম্পর্কে জান যায়, তাকে ভূগোল বলে।

২। প্রশ্ন : 'ভূগোল' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'ভূ' অর্থ পৃথিবী এবং 'গোল' অর্থ গোলাকার অর্থাৎ ভূগোল অর্থ হলো পৃথিবী গোলাকার।

৩। প্রশ্ন : সৌরজগৎ কাকে বলে?

উত্তর : সূর্য এবং তার চারপাশের অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে যে জগৎ গঠিত হয়েছে, তাকে সৌরজগৎ বলে।

৪। প্রশ্ন : পৃথিবীর আকার কেমন?

উত্তর : পৃথিবীর আকার গোলাকার, তবে উত্তর–দক্ষিণে একটু চ্যাপ্টা।

৫। প্রশ্ন : সৌরজগতের গ্রহ কয়টি ও কী কী?

উত্তর : সৌরজগতের গ্রহ ১০টি। যথা : বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, ভালকান ও এক্স।

৬। প্রশ্ন : পৃথিবী ও চন্দ্র কী?

উত্তর : পৃথিবী একটি গ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

৭। প্রশ্ন : সূর্য কী?
উত্তর : সূর্য একটি নক্ষত্র।

৮। প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ছোট মহাদেশের নাম কী?
উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়া ও ছোট মহাদেশ ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া।

৯। প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ছোট মহাসাগরের নাম কী?
উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড়–প্রশান্ত মহাসাগর ও ছোট–দক্ষিণ মহাসাগর।

১০। প্রশ্ন : ভূ–পৃষ্ঠ কী?
উত্তর : পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূ–পৃষ্ঠ বলে।

১১। প্রশ্ন : পাহাড় কাকে বলে?
উত্তর : সমভূমি থেকে ৬০০ মিটার উঁচু স্থানকে পাহাড় বলে। যেমন : লালমাই পাহাড়।

১২। প্রশ্ন : সমভূমি কাকে বলে?
উত্তর : সাধারণত ভূ–পৃষ্ঠের সমতল জায়গাকে সমভূমি বলে।

১৩। প্রশ্ন : মালভূমি কাকে বলে?
উত্তর : সমভূমি থেকে উঁচু ও বিস্তৃত সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। যেমন : পামীর মালভূমি।

পাঠ পরীক্ষা

১। পৃথিবীর আকার কেমন?
২। ভূগোল কাকে বলে?
৩। সৌরজগতের গ্রহ কয়টি ও কী কী?
৪। ভূ-পৃষ্ঠ কী?
৫। পাহাড় কাকে বলে?
৬। সমভূমি কাকে বলে?

৭। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :
(i) সৌরজগতের গ্রহ —
(ক) ৯টি (খ) ১০টি (গ) ১২টি (ঘ) ১৩টি
(ii) সূর্য কী?
(ক) গ্রহ (খ) উপগ্রহ (গ) নক্ষত্র (ঘ) ধূমকেতু

উত্তরমালা-৭
(i) (খ) ১০টি
(ii) (গ) নক্ষত্র

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) পৃথিবীর —ভূ-পৃষ্ঠ বলে।
(খ) 'ভূ' অর্থ—আর 'গোল' অর্থ— ।
(গ) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ— ।
(ঘ) পৃথিবীর আকার গোলাকার তবে উত্তর ও —একটু চ্যাপ্টা।
(ঙ) সূর্য একটি— ।

উত্তরমালা-৮
(ক) উপরিভাগকে
(খ) পৃথিবী, গোলাকার
(গ) এশিয়া
(ঘ) দক্ষিণে
(ঙ) নক্ষত্র

অধ্যায়-১৬

দিন রাত্রি নিয়ে লেখা

আমাদের এই পৃথিবী সব সময় সূর্যের চারদিকে একটি নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সেখানে দিন হয়। অপর অংশটিতে তখন রাত হয়। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকে। রাতের বেলায় আকাশে সূর্য থাকে না। রাতে আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায়। চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে চাঁদকে আলোকিত করে। সেই আলো আমরা দেখতে পাই। চাঁদের আলোকে আমরা জোছনা বলি।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : দিন কাকে বলে?
উত্তর : সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়কে দিন বলে।

২। প্রশ্ন : রাত কাকে বলে?
উত্তর : সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাওয়ার পর থেকে পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে রাত বলে।

৩। প্রশ্ন : দিনের বেলায় আকাশে কী দেখা যায়?
উত্তর : দিনের বেলায় আকাশে সূর্য দেখা যায়।

৪। প্রশ্ন : রাতের আকাশে কী দেখা যায়?
উত্তর : রাতে আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায়।

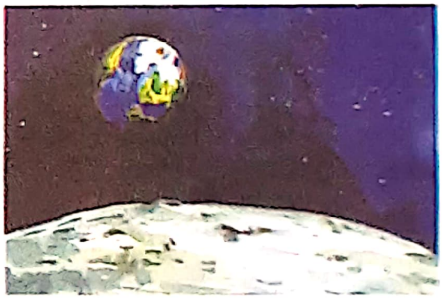

পাঠ পরীক্ষা

ক। শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। পৃথিবী সব সময় একটি — পথে ঘুরে।
২। সূর্য — দিকে উদিত হয়।
৩। সূর্য — দিকে অস্ত যায়।
৪। রাতে আকাশে — ও — দেখা যায়।
৫। চাঁদের আলোকে আমরা — বলি।

উত্তরমালা-ক

(১) নির্দিষ্ট (২) পূর্ব
(৩) পশ্চিম (৪) চাঁদ ও তারা
(৫) জোছনা

খ। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। দিনের আকাশে দেখা যায়– চাঁদ/সূর্য।
২। চাঁদের নিজের আলো– আছে/নেই।
৩। পৃথিবী ঘুরে– চাঁদ/সূর্যের চার দিকে।
৪। সূর্য উঠে– উত্তর/পূর্ব দিকে।
৫। সূর্য অস্ত যায়– পশ্চিম/দক্ষিণ দিকে।

উত্তরমালা-খ

(১) সূর্য (২) নেই
(৩) সূর্যের (৪) পূর্ব
(৫) পশ্চিম

অধ্যায়-১৭

খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে লেখা

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্য না খেলে শরীর ভালো থাকে না। শরীর ভালো থাকার জন্য আমরা প্রতিদিন ভাত, রুটি, আলু, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ, ঘি, মাখন, শাকসবজি ও ফল খাই। সব রকমের খাবার আমাদের প্রয়োজন। ভাত ও মাছ আমাদের প্রধান খাদ্য। খাদ্যের উপাদান ৬টি। যথা : (১) শর্করা বা শ্বেতসার, (২) স্নেহ বা চর্বি, (৩) আমিষ বা প্রোটিন, (৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, (৫) খনিজ লবণ ও (৬) পানি।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর : যে সব বস্তু খেলে শরীরের ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি উৎপাদন করে, তাকে খাদ্য বলে। যেমন : ভাত, মাছ, মাংস, রুটি ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন : খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কী কী?
উত্তর : খাদ্যের উপাদান ৬টি। যথা : (১) শর্করা বা শ্বেতসার, (২) স্নেহ বা চর্বি, (৩) আমিষ বা প্রোটিন, (৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, (৫) খনিজ লবণ ও (৬) পানি।

৩। প্রশ্ন : আমাদের প্রধান খাদ্য কী?
উত্তর : ভাত ও মাছ আমাদের প্রধান খাদ্য।

৪। প্রশ্ন : শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য কী?
উত্তর : যে সব খাবার আমাদের কাজের ও খেলার শক্তি যোগায় তা হলো শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। যেমন : চাউল, আটা, আলু, গুড়, চিনি ইত্যাদি।

৫। প্রশ্ন : স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য কী?
উত্তর : যে সব খাদ্য দেহের তাপ বা শক্তি যোগায় তা হলো স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। যেমন : তেল, ঘি, বাদাম, মাখন ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন : ভিটামিন কী?
উত্তর : যে সব খাদ্য শরীরে কাজের শক্তি যোগায় এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সতেজ ও সবল রাখে, তা হলো ভিটামিন জাতীয় খাদ্য। যেমন : শাকসবজি, আনারস, জাম্বুরা ইত্যাদি।

৭। প্রশ্ন : খনিজ লবণ কী?

উত্তর : যে সব খাদ্য আমাদের দেহের হাড় ও দাঁত মজবুত করে তা হলো খনিজ লবণ। যেমন : মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, ডিম ইত্যাদি।

৮। প্রশ্ন : আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কী?

উত্তর: যে সব খাদ্য শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে তা হলো আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। যেমন : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির, শিম, ডাল ইত্যাদি।

৯। প্রশ্ন : ভিটামিন কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ভিটামিন ছয় প্রকার। যথা :

(১) ভিটামিন 'এ'
(২) ভিটামিন 'বি'
(৩) ভিটামিন 'সি'
(৪) ভিটামিন 'ডি'
(৫) ভিটামিন 'ই' ও
(৬) ভিটামিন 'কে'

১০। প্রশ্ন: পানির কাজ কী?

উত্তর : পানি খাদ্য হজমে সাহায্য করে, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরের রক্তকে পরিষ্কার রাখে।

পাঠ পরীক্ষা

১। খাদ্য কাকে বলে?
২। খাদ্যের প্রধান উপাদান কয়টি ও কী কী?
৩। আমাদের প্রধান খাদ্য কী?
৪। ভিটামিন কী?
৫। আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কী?
৬। খনিজ লবণ কী?
৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) ভাত, মাছ আমাদের —খাদ্য।
(খ) খাদ্যের উপাদান— ।
(গ) পানি খাদ্য — সাহায্য করে।
(ঘ) দেহের হাড় ও দাঁত মজবুত করে এগুলো হলো— ।
(ঙ) ভিটামিন—প্রকার।

উত্তরমালা-৭

(ক) প্রধান (খ) ৬টি
(গ) হজমে (ঘ) খনিজ লবন
(ঙ) ছয়

অধ্যায়-১৮

পেশাজীবী মানুষদের নিয়ে লেখা

সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক বাস করে। সবাই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে একে অপরকে সাহায্য করেন। যেমন: শিক্ষক, ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কৃষক, জমিতে ফসল ফলিয়ে থাকেন। শ্রমিক, কলকারখানায় কাজ করে থাকেন। ডাক্তার, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন। বিচারক, বিচার কার্য পরিচালনা করেন। উকিল, মামলা পরিচালনা করেন। সেবিকা, হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন। সাংবাদিক, দেশ–বিদেশের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। ডাকপিয়ন, চিঠি পত্র বিলি করেন। কামার, লোহা দিয়ে দা, বটি ইত্যাদি জিনিস তৈরী করেন। কুমার, মাটি দিয়ে হাঁড়ি–পাতিল, কলস, ফুলদানী ইত্যাদি জিনিস তৈরী করেন। নাপিত, মাথার চুল, মুখের দাঁড়ি কেটে থাকেন। মুচি, জুতা সেলাই, মেরামত ও কালি করেন। তাঁতী, কাপড় তৈরী করেন। জেলে, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। দর্জি, জামা–কাপড় সেলাই করে একে অপরের সাহায্য করেন।

ধোপা

ডাক্তার

শিক্ষক

নাপিত

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : শিক্ষক কী করেন?
উত্তর : শিক্ষক ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা দেন।

২। প্রশ্ন : ডাক্তার কী করেন?
উত্তর : অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন।

৩। প্রশ্ন : শ্রমিক কী করেন?
উত্তর : শ্রমিক কল–কারখানায় কাজ করে থাকেন।

৪। প্রশ্ন : তাঁতী কী করেন?
উত্তর : তাঁতী কাপড় তৈরী করেন।

৫। প্রশ্ন : জেলে কী করেন?
উত্তর : জেলে মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

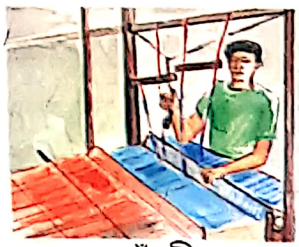

তাঁতী

দর্জি

অধ্যায়-১৯ যানবাহন ও রাস্তা পারাপার নিয়ে লেখা

যাতে চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করি তাকে যানবাহন বলে। যে স্থান দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করি তাকে পথ বা রাস্তা বলে। পথ তিন প্রকার। যথা: ১। স্থলপথ ২। জলপথ ও ৩। আকাশ পথ।

১। **স্থলপথ :** স্থলপথ আবার দুই প্রকার। যথা: সড়কপথ ও রেলপথ।

(ক) সড়ক পথ : রিকশা, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি চলাচল করে।

(খ) রেলপথ : রেলগাড়ি চলাচল করে।

২। **জলপথ :** নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার, জাহাজ ইত্যাদি চলাচল করে।

৩। **আকাশপথ :** বিমান, হেলিকপ্টার, রকেট ইত্যাদি চলাচল করে।

শহরের রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ পথচারীকে পথ চলতে সাহায্য করে। রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে দেখে নিতে হয়। ট্রাফিক সিগন্যালগুলোতে সাধারণত সবুজ, হলুদ ও লাল বাতি ব্যবহার করা হয়।

- সবুজ বাতি : সবুজ বাতি যানবাহনকে যেতে নির্দেশ দেয় এবং পথচারীদের যেতে বারণ করে।
- লাল বাতি : লাল বাতি যানবাহনকে যেতে বারণ করে এবং পথচারীদের যেতে নির্দেশ দেয়।
- হলুদ বাতি : হলুদ বাতি উভয় ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। রাস্তায় ওভার ব্রিজ থাকলে তা ব্যবহার করা উচিত। সর্বোপরি রাস্তা পারাপারে প্রথমে ডানে পরে বামে ভালো করে দেখে রাস্তা পার হতে হয়।

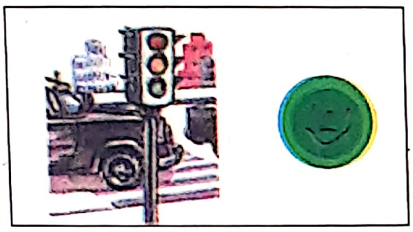

সবুজ বাতির ছবি

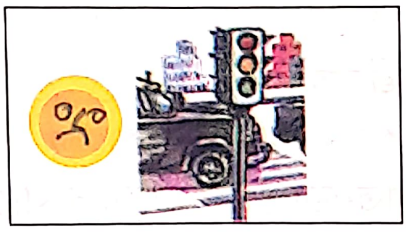

হলুদ বাতির ছবি

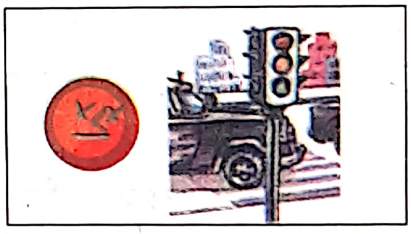

লাল বাতির ছবি

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : যানবাহন কাকে বলে?
উত্তর : যাতে করে আমরা যাতায়াত করি তাকে যানবাহন বলে।

২। প্রশ্ন : পথ কাকে বলে?
উত্তর : যে স্থান দিয়ে যাতায়াত করি তাকে পথ বা রাস্তা বলে।

৩। প্রশ্ন : পথ কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : পথ তিন প্রকার। যথা: স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ।

৪। প্রশ্ন : কোন বাতি পথচারীদের যেতে নির্দেশ দেয়?
উত্তর : লাল বাতি পথচারীদের যেতে নির্দেশ দেয়।

অধ্যায়-২০

পানি নিয়ে লেখা

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। আমাদের শরীরে শতকরা ৭০ ভাগ পানি রয়েছে। আমাদের শরীর থেকে প্রতিদিন ২ লিটার পানি বের হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিদিন ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত। পানি পান করা ছাড়াও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : আমরা পানি দিয়ে গোসল করি। থালা-বাসন ধোয়া, রান্নার কাজে, ফসল ফলাতে পানির বিকল্প নেই। পানির প্রধান উৎস সমুদ্র। পানিতে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ চলাচল করে। আমরা বিশুদ্ধ পানি পান করবো। পানির তিনটি রূপ। যথা: কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

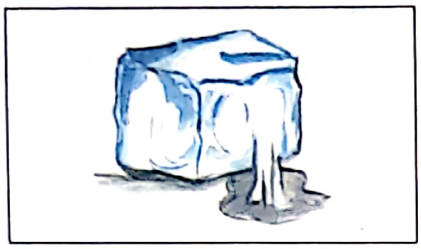

কঠিন

তরল

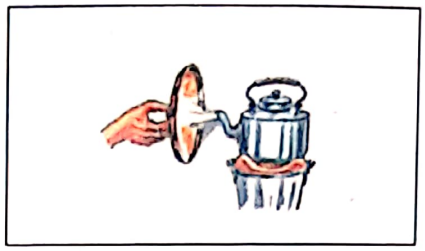

বায়বীয়

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

বৃষ্টি

১। প্রশ্ন : পানির প্রধান উৎস কী?
উত্তর: পানির প্রধান উৎস সমুদ্র।

২। প্রশ্ন : পানির অপর নাম কী?
উত্তর: পানির অপর নাম জীবন।

৩। প্রশ্ন : আমাদের শরীরে কতো ভাগ পানি আছে?
উত্তর: আমাদের শরীরে শতকরা ৭০ ভাগ পানি আছে।

৪। প্রশ্ন : প্রতিদিন কতো লিটার পানি পান করা উচিত?
উত্তর: প্রতিদিন ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত।

৫। প্রশ্ন : পানির উৎসগুলো কী কী?
উত্তর: পানির উৎসগুলো হলো খাল-বিল, নদ-নদী, বৃষ্টি, ঝরনা প্রভৃতি।

৬। প্রশ্ন : পানির রূপ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর: পানির রূপ তিনটি। যথা : (১) তরল (২) কঠিন ও (৩) বায়বীয়।
(১) পানির কোনো আকার নেই। পানি তরল পদার্থ।
(২) পানি বেশি ঠান্ডা হলে জমে বরফ হয়। বরফ কঠিন পদার্থ।
(৩) পানি বেশি গরম হলে বাষ্প হয়। বাষ্প বায়বীয় পদার্থ।

৭। প্রশ্ন : আমাদের কিরূপ পানি পান করা উচিত?
উত্তর : আমাদের বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।

৮। প্রশ্ন : আমরা কী কী কাজে পানি ব্যবহার করে থাকি?
উত্তর : আমরা পানি পান করি। এছাড়া গোসল, হাত-মুখ ধোয়া, রান্না-বান্না করা, থালা-বাসন ধোয়া, চাষাবাদে সেচ দেওয়া প্রভৃতি কাজে পানি ব্যবহার করে থাকি।

পাঠ পরীক্ষা

১। শিক্ষক কি করেন?
২। যানবাহন কাকে বলে?
৩। পানির প্রধান উৎস কী?
৪। পানির অপর নাম কী?
৫। আমাদের কিরূপ পানি পান করা উচিত?
৬। আমরা কী কী কাজে পানি ব্যবহার করে থাকি?
৭। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :
(i) অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন—
(ক) শিক্ষক (খ) তাঁতী
(গ) ডাক্তার (ঘ) নাপিত
(ii) যে স্থান দিয়ে যাতায়াত করি তাকে বলে—
(ক) স্থলপথ (খ) জলপথ
(গ) পথ বা রাস্তা (ঘ) আকাশপথ
(iii) পানির অপর নাম—
(ক) জীবন (খ) প্রাণ
(গ) ঝরনা (ঘ) সেচ

উত্তরমালা-৭
(i) (গ) ডাক্তার
(ii) (গ) পথ বা রাস্তা
(iii) (ক) জীবন

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) —কাপড় তৈরী করেন।
(খ) লালবাতি পথচারীদের—নির্দেশ দেয়।
(গ) আমাদের—পানি পান করা উচিত।

উত্তরমালা-৮
(ক) তাঁতী
(খ) যেতে
(গ) বিশুদ্ধ

অধ্যায়-২১

স্বাস্থ্য নিয়ে লেখা

স্বাস্থ্য আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া, আনন্দ-উল্লাস, খেলাধুলা, কাজ-কর্ম সব কিছুই ভালো লাগে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে নিয়মিত খাদ্য, ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। আমাদের দেহের সকল অঙ্গের আলাদা আলাদা যত্ন নিতে হবে। প্রতিদিন গোসল করতে হবে। মাঝে মাঝে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে খাওয়ার পর নিয়মিত দুবার দাঁত মাজতে হবে। নখ সব সময় কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

প্রশ্নের উত্তর জেনে রেখো

১। প্রশ্ন : স্বাস্থ্য কী?

উত্তর: শরীর ও মন ভালো থাকার নামই স্বাস্থ্য।

২। প্রশ্ন : স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কী হয়?

উত্তর: স্বাস্থ্য ভালো থাকলে খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্ম, লেখা-পড়া, খেলাধুলা, আনন্দ-উল্লাস সব কিছুই ভালো লাগে।

৩। প্রশ্ন : স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মগুলো কী কী?

উত্তর: স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মগুলো হচ্ছে :

১। নিয়মিত সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে।
২। বিশুদ্ধ পানি ও বায়ু সেবন করতে হবে।
৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
৪। প্রতিদিন ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে হবে।
৫। সৎ সঙ্গে থাকতে হবে।
৬। ভালো চিন্তা করতে হবে।

৪। প্রশ্ন : স্বাস্থ্যবিধি কাকে বলে?

উত্তর : যেসব বিধি বা নিয়ম মেনে চললে স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়, ঐ সব নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলাকে স্বাস্থ্যবিধি বলে।

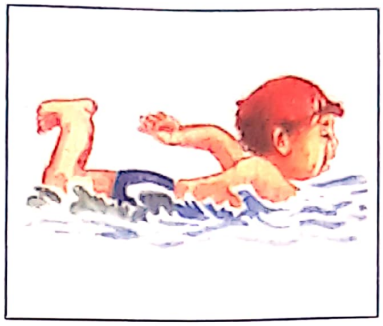
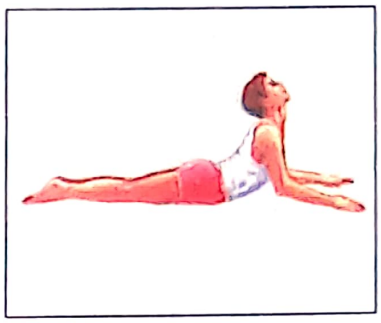

পাঠ পরীক্ষা

১। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কী হয়?

২। স্বাস্থ্যবিধি কাকে বলে?

৩। স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়ম কী কী?

৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কী মেনে চলবে?

(ক) বাজে খাদ্য খাবে (খ) মনের ইচ্ছেমতো চলবে

(গ) সারাদিন খেলবে (ঘ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে

(ii) আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ –

(ক) ঘুম (খ) খেলাধুলা

(গ) স্বাস্থ্য (ঘ) বিশ্রাম

উত্তরমালা-৪

(i) (ঘ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে

(ii) (গ) স্বাস্থ্য

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) নিয়মিত দুবার—মাজতে হবে।

(খ) শরীর ও মন ভালো থাকাই হলো—।

(গ) —সকল সুখের মূল।

(ঘ) নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন —হবে।

উত্তরমালা-৫

(ক) দাঁত (খ) স্বাস্থ্য

(গ) স্বাস্থ্যই (ঘ) থাকতে

অধ্যায়-২২

প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে লেখা

১। প্রশ্ন : প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে?
উত্তর: দুর্ঘটনায় পড়া রোগীর জীবন বাচানোর জন্য তাৎক্ষণিক চিকিৎসাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

২। প্রশ্ন : কোনো স্থানে কেটে গেলে প্রথমে কী করতে হবে?
উত্তর : কোনো স্থানে কেটে গেলে প্রথমে কাপড় বা তুলা দিয়ে স্থানটা চেপে ধরতে হবে।

৩। প্রশ্ন : শরীরে কোন স্থান বেশি পুড়ে গেলে প্রথমে কী করতে হবে?
উত্তর : শরীরের পুড়ে যাওয়া স্থানে এন্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে। মলম না থাকলে ডিমের সাদা অংশ লাগাতে হবে।

৪। প্রশ্ন : পানিতে ডোবা রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমে কী দেখতে হবে?
উত্তর: পানিতে ডোবা রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে রোগী শ্বাস নিচ্ছে কি না।

৫। প্রশ্ন : ডায়ারিয়া হলে প্রথমে কী করতে হবে?
উত্তর: ডায়ারিয়া হলে প্রথমে রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

৬। প্রশ্ন : জ্বর হলে প্রথমে কী করতে হবে?
উত্তর: জ্বর হলে প্রথমে রোগীর শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। মাথায় পানি দিয়ে মুছে দিতে হবে।

সাবধান থাকতে হবে

আগুন নিয়ে খেলা যাবে না

ছুরি/ব্লেড নিয়ে খেলা যাবে না

খোলাখাবার খাবে না

বিদ্যুতের বোর্ডে হাত দিবে না

অপরিচিত লোকের দেয়া কিছু খাবে না

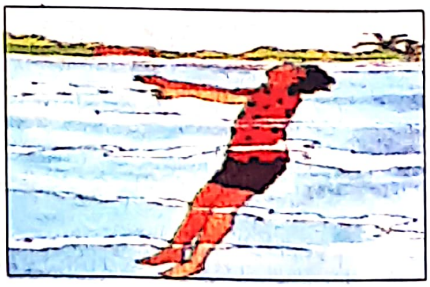
একা একা পুকুর,খাল কিংবা নদীতে নামবে না